নির্বাচনী পরিষেবার জন্য একক প্ল্যাটফর্ম, আসছে ইসিআইনেট

- শীঘ্রই ইসিআইনেট চালু করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। এটি পরিষেবা প্রতিস্থাপনের জন্য অ্যাপ
- ভোটার, নির্বাচন কর্মী, রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম এটি
- সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

নয়াদিল্লি : ক্ষমতাসীন বিজেপির পক্ষে নির্বাচনী তথ্য ব্যবহার করা হচ্ছে বলে বারবার অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। এবার সেই পরিপ্রেক্ষিতে পদক্ষেপ করতে চলেছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, কমিশন খুব শীঘ্রই ইসিআইনেট (ECINET) চালু করতে চলেছে। যেটি আসলে কমিশনের ৪০টি তথ্যপ্রযুক্তি-ভিত্তিক পরিষেবা প্রতিস্থাপনের জন্য একটি সুসংহত অ্যাপ্লিকেশন। রবিবার এই নতুন পদ্ধতির ব্যাপারে ঘোষণা করেছে কমিশন। ভোটার, নির্বাচন কর্মী, রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজ— সব পক্ষের জন্যই এই প্ল্যাটফর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এক বিবৃতিতে কমিশন জানিয়েছে, "একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ হিসাবে নির্বাচন কমিশন ইসিআইনেট নামে একটি নতুন ব্যবহারকারী-বান্ধব ডিজিটাল ইন্টারফেস তৈরি করছে, যা নির্বাচনী প্রক্রিয়া আরও সহজ ও কার্যকর করে তুলবে।" ডেস্কটপ এবং মোবাইল, উভয় ডিভাইসে সহজে ব্যবহারযোগ্য এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আর আলাদা আলাদা অ্যাপ ব্যবহারের প্রয়োজন পড়বে না। ব্যবহারকারীরা একবার লগ-ইন করেই সব পরিষেবা ও তথ্য পেয়ে যাবেন।

২০২৫ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের সম্মেলনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পরামর্শে ইসিআইনেট-এর ধারণাটি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সন্দু এবং বিবেক যোশী।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, নতুন প্ল্যাটফর্মে ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ, ভোটার টার্ন আউট অ্যাপ, সি-ভিজিল, সুবিধা ২.০, ইএসএমএস, সক্ষম, এবং কেওয়াইসি অ্যাপ-এর মতো জনপ্রিয় অ্যাপ একত্রিত হবে। এই অ্যাপগুলির সম্মিলিত ডাউনলোড সংখ্যা ইতিমধ্যেই ৫.৫ কোটির বেশি। এখন কমিশনের লক্ষ্য প্রায় ১০০ কোটি ভোটার, ১০.৫ লক্ষ বুথ স্তরের কর্মী, ১৫ লক্ষ রাজনৈতিক দলের এজেন্ট, ৪৫ লক্ষ ভোটগ্রহণ কর্মী, ১৫,৫৯৭ সহকারী ভোটার নিবন্ধন আধিকারিক , ৪,১২৩ ভোটার নিবন্ধন আধিকারিক এবং ৭৬৭ জেলা নির্বাচন আধিকারিক-এর জন্য কাজের গতি ও সুবিধা বহুগুণে বাড়ানো।

জানা গিয়েছে, ইসিআইনেট শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশনের অনুমোদিত আধিকারিকদের তথ্য আপলোড করার অনুমতি দেবে, যাতে তথ্যের নির্ভুলতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় থাকে। কোনও রকম বিভ্রান্তির ক্ষেত্রে আইনি ফর্মে থাকা মূল তথ্যকেই গ্রহণযোগ্য বলে ধরা হবে। এই প্ল্যাটফর্মটি ১৯৫০ ও ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৬০ সালের ভোটার রেজিস্ট্রেশন বিধি এবং ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালনা বিধি-সহ নির্বাচন কমিশনের যাবতীয় নির্দেশাবলির সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকবে।

তবে, বর্তমানে ইসিআইনেট কার্যকরের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং এর কার্যকারিতা, ব্যবহারযোগ্যতা ও সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, ৭৬৭ জন জেলা নির্বাচনী আধিকারিক ও ৪,১২৩ জন ইআরও-র সঙ্গে পরামর্শ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কমিশনের প্রকাশিত ৯ হাজার পাতার ৭৬টি নির্দেশিকা ও হ্যান্ডবুক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চূড়ান্ত রূপে চালু হলে, ইসিআইনেট ভারতের ডিজিটাল গভর্ন্যান্সের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং সাধারণ ভোটার থেকে শুরু করে নির্বাচনী কর্মীদের জন্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অনেক সহজতর করে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পরীক্ষায় ছেলে ফেল, সেলিব্রেশন মা-বাবার

বাগালকোট : 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গে'- ছবির সেই দৃশ্যের কথা মনে পড়ে? শাহরুখ খান অভিনীত চরিত্র 'রাজ' স্নাতক স্তরের পরীক্ষায় ফেল করলেও রীতিমতো শ্যাম্পেন খুলে সেলিব্রেট করছিলেন 'বাবা' অনুপম খের। আর তারপরই সিনেমায় রাজের ইউরোপ ভ্রমণ। আর বাস্তবেও যেন সেই ছবি ধরা পড়ল কর্নাটকের বাগালকোটে। দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায় সবকটি বিষয়েই ফেল ছেলে। কিন্তু দমতে নারাজ বাবা-মা। আর সেই ছেলের জন্যই কেক কেটে হল উদযাপন! অবাক হওয়ার মতো ঘটনা হলেও, এ যেন এক অন্যরকম 'রূপকথা'। পরীক্ষায় এই ফলাফলের পর থেকে বন্ধু, পড়শিরা যখন কটাক্ষ করে চলেছেন, তখন ছেলের পাশেই দাঁড়ালেন মা-বাবা। লক্ষ্য একটাই, ছেলের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়া, "জীবনের পরীক্ষায় তুমি ফেল করোনি। তুমি আবার চেষ্টা করো। চেষ্টা করলে আবার সফল হবে তুমি।"

ঠিক কী হয়েছিল? সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, কর্নাটকের বাগালকোটের বাসবেশ্বর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্র অভিষেক চোলাচাগুদ্দা। ছেলের দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল অত্যন্ত হতাশজনক। ৬০০-র মধ্যে পেয়েছে মাত্র ২০০ নম্বর। সব মিলিয়ে ৩২ শতাংশ। কিন্তু ফল প্রকাশের পর থেকেই বন্ধুবান্ধব, পাড়াপড়শিদের কটাক্ষের শিকার ওই ছাত্র। তাই ছেলে যাতে নতুন করে আবার নতুন উদ্দমে পড়ালেখা শুরু করতে উৎসাহ পায় সে জন্যই এই মিষ্টিমুখের আয়োজন। জানা গিয়েছে, বকাঝকার পরিবর্তে রীতিমত কেক কেটে, মিষ্টি খাইয়ে মুহূর্ত উদযাপন করেছেন বাবা-মা। আর তাঁরা ছেলেকে বললেন, "হতে পারে, স্কুলের পরীক্ষায় ফেল করেছো তুমি। কিন্তু তাই বলে জীবনের পরীক্ষায় ফেল করোনি। আবার চেষ্টা করো। চেষ্টা করলেই সফল হবে।"

'দপ্তর অনুমতি দিয়েছিল'

দাবি জওয়ানের

নয়াদিল্লি : সদর দপ্তর থেকেই তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আর সেই অনুমতি পাওয়ার পরেই পাক মহিলাকে বিয়ে করেন বলে পাল্টা দাবি করলেন বহিষ্কৃত সিআরপিএফ জওয়ান মুনির আহমেদ। তিনি জানিয়েছেন, চাকরি থেকে বহিষ্কার করার এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হবেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছেও দরবার করবেন। মুনির আরও করেছেন, তাঁকে যে চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে সেটা প্রথমে জানতে পারেন সংবাদমাধ্যম থেকে। তার কিছু পরেই সিআরপিএফের সদর দফতরে থেকে বহিষ্কারের চিঠি এসে পৌঁছোয়। তাঁর কথায়, ''ভাবতে পারছি না এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল!'' এদিকে, মুনির দাবি করেন, পাক তরুণী মিনাল খানকে বিয়ে করার জন্য সিআরপিএফের সদর দফতরে অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিলেন। সেই আবেদন মঞ্জুরও করা হয়।

'অপারেশন ব্লু স্টার' নিয়ে মার্কিন মুলুকে প্রশ্নের মুখে ইন্দিরার পৌত্র

কংগ্রেসের ভুলের দায় নিতে আমি প্রস্তুত, মন্তব্য রাহুলের

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি: দলের ইতিহাসে যা কিছু 'ভুল' রয়েছে তার দায় মাথা পেতে নেব। আমি এরজন্য প্রস্তুত।

রবিবার মার্কিন মুলুকের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নোত্তর পর্বে এক শিখ ছাত্রের উত্তরে অকপটে জানান লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। এদিন অপারেশন 'ব্লু স্টার' ও '৮৪-র শিখ দাঙ্গা নিয়ে রাহুলকে প্রশ্ন ছুড়ে দেন ওই ছাত্র। তার জবাবে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পৌত্র জানান, আটের দশকে শিখদের সঙ্গে যা হয়েছিল তা ঠিক হয়নি। রাহুলের বক্তব্য সামনে আসতেই নিশানা করেছে বিজেপি। দলের আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য জানান, এর থেকেই প্রমাণ হয় গোটা বিশ্বেই কংগ্রেস উপহাসের পাত্র হয়ে গিয়েছে।

রাহুল বলেন, "কংগ্রেস দলের ইতিহাসে যা কিছু ভুল হয়েছে, তার সবকিছুর জন্য তিনি দায় নিতে প্রস্তুত। আমেরিকার ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়াটসন ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্স-এ একটি প্রশ্নোত্তর পর্বে এই মন্তব্য করেন তিনি। কংগ্রেসের অতীত ভুলের কথা স্বীকার করে নিয়ে তিনি বলেন, "আমি তখন দলের অংশ ছিলাম না, তবু আমি দায় নিতে রাজি।" ১৯৮৪ সালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে শিখ দেহরক্ষীরা হত্যার পরে দেশজুড়ে, বিশেষ করে দিল্লিতে শিখদের উপর ব্যাপক হিংসা শুরু হয়। অভিযোগ ছিল, অনেক কংগ্রেস নেতা সেই হিংসায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন এবং বহু জায়গায় পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল। সেই প্রসঙ্গেই রাহুল বলেন, "আমি বহুবার স্বীকার করেছি, আটের দশকে যা হয়েছে, তা ছিল ভুল। আমি স্বর্ণমন্দিরেও বহুবার গিয়েছি। শিখ সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার অত্যন্ত ভাল সম্পর্ক। কংগ্রেস যে সমস্ত ভুল অতীতে করেছে, তার অনেক কিছুই আমার উপস্থিতিতে ঘটেনি। তবু আমি কংগ্রেসের ইতিহাসে যত ভুল হয়েছে, সব কিছুর দায় নিতে প্রস্তুত।"

রাহুল গান্ধীর মন্তব্যের জবাবে ওই শিখ ছাত্র বলেন, "আপনি শিখদের মধ্যে আবার ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করছেন, যেমনটা বিজেপির ভয়ের কথা বলে করেন। আমরা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা চাই, যা অতীতে কংগ্রেস আমলে ছিল না।" শুধু তাই নয়, ওই ছাত্র কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আরও গুরুতর অভিযোগও তোলেন। তিনি বলেন, "কংগ্রেস আনন্দপুর সাহিব রেজল্যুশনকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী ইস্তেহার' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল, যা ছিল সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা।" তিনি শিখ সম্প্রদায়ের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক ফের মেরামত করতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগও তোলেন। উদাহরণ হিসেবে প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা সজ্জন কুমারের নাম উল্লেখ করে বলেন, "আজও কংগ্রেস দলে বহু সজ্জন কুমার বসে আছেন।" ১৯৮৪ সালের জুন মাসে ভারতীয় সেনা অপারেশন ব্লু স্টার শুরু করে পাঞ্জাবের অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে। সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা জার্নেল সিং ভিন্দ্রানওয়ালের নেতৃত্বে শিখ যোদ্ধারা অবস্থান করছিলেন। সেই অভিযানে শতাধিক মানুষ নিহত হন এবং স্বর্ণমন্দিরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এর পরেই ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করেন তাঁর শিখ দেহরক্ষীরা, যার পরপরই শিখবিরোধী দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে।

এই স্মৃতি এখনও ভারতীয় রাজনীতিতে অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং রাজনৈতিক বিরোধিতার একটি কেন্দ্রবিন্দু। রাহুল গান্ধীর এই মন্তব্য নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে দেরি করেনি বিজেপি। অমিত মালব্য বলেন, "রাহুল গান্ধীকে ওই শিখ যুবক মনে করিয়ে দিলেন, কীভাবে উনি মার্কিন মুলুকে গিয়ে ভিত্তিহীন ভয়ের প্রচার চালিয়েছেন। এটা নজিরবিহীন ঘটনা।এখন শুধু ভারতে নয়, সারা বিশ্বেই কংগ্রেস উপহাসের পাত্র হয়েছে।

কাশ্মীরে সেনার ট্রাক খাদে পড়ে মৃত তিন জওয়ান

শ্রীনগর : জম্মু ও কাশ্মীরের রামবনে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। চাকা পিছলে গভীর খাদে গিয়ে পড়ল সেনার ট্রাক। মৃত্যু হয়েছে অন্তত তিন জওয়ানের। কমপক্ষে আরও দুই জওয়ান গুরুতর জখম। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ফলে মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা, এই পরিস্থিতিতে দুর্ঘটনার পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পুলিশ, সেনা এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে ট্রাকটি ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে জম্মু থেকে শ্রীনগরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। কিন্তু বাতারি চামসা এলাকার কাছে আসার পরই আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি পাশের ৭০০ ফুট গভীর খাদে গিয়ে পড়ে। বিকট শব্দ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। হাত লাগান উদ্ধারকাজে। খবর পয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, সেনা এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে তিন জওয়ানের। তাঁদের নাম অমিত কুমার, সুজিত কুমার এবং মন বাহাদুর। গোটা ঘটনাটির তদন্ত করে দেখা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ এবং সেনা। বাটোট পুলিশ স্টেশনের পদস্থ আধিকারিক বিক্রম পরিহার জানিয়েছেন, "জম্মু থেকে শ্রীনগরের উদ্দেশে ট্রাকটি রওনা দিয়েছিল। কিন্তু মাঝপথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি খাদে গিয়ে পড়ে। সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতদের দেহ রামবন জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

আলোচনা সভা

স্টাফ রিপোর্টার : সম্প্রতি পড়ুয়াদের শ্রাব্য মাধ্যম বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে আশুতোষ কলেজের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ এবং আইকিউএসি-এর যৌথ উদ্যোগে 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং বেসিকস অফ অডিও স্টোরি প্রোডাকশন' শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ওই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন নিউ আলিপুর কলেজের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের প্রধান ড. অমর্ত্য সাহা। তিনি বলেন, ''এই আলোচনা সভার মাধ্যমে পড়ুয়াদের হাতে-কলমে অডিও স্টোরি তৈরির নানা ধাপ শেখানোর চেষ্টা করেছি।'' আশুতোষ কলেজের অধ্যক্ষ ড. মানস কবি এ প্রসঙ্গে বলেন, ''বেতারের গণ্ডি পেরিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। এখন তো শুধু চাকরির ক্ষেত্রে নয়, 'পডকাস্ট' স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। তাই এই ধরনের প্রশিক্ষণ পড়ুয়াদের খুবই সাহায্যকারী, আগামীতেও এই রকম উদ্যোগ নেওয়া হবে।'' একই কথা শোনা গেল কলেজের সাংবাদিকতা-গণজ্ঞাপন বিভাগের প্রধান ড. প্রিয়াঙ্কা রায়ের গলাতেও। তিনি বলেন, ''এমন উদ্যোগ ভবিষ্যতে আরও বেশি করে বাস্তব জগতের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সেতুবন্ধন তৈরি করবে।''

ডিজিটাল গ্রেপ্তার, ৫৬ লক্ষ ক্ষতি

নয়াদিল্লি : মোবাইলে অচেনা নম্বর থেকে ফোন, ব্যস, মহিলা 'হ্যালো' বলতেই ওপার থেকে বলা হয়, আর ২ ঘণ্টা সময়। তার পরেই বন্ধ করে দেওয়া হবে তাঁর ফোন নম্বর। কারণ, অসাধু কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে নম্বরটি। কীভাবে সম্ভব সেটা? উপায় বা কী? প্রশ্ন করতেই আসে আশ্বাস। সেই শুরু। তারপর ২৮ দিনের জন্য 'ডিজিটাল গ্রেপ্তার' হয়েছেন গাজিয়াবাদের ৫৫ বছর বয়সি মহিলা। খোয়ালেন প্রায় ৫৬ লক্ষ টাকা।

কয়েক মাসে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় 'ডিজিটাল গ্রেপ্তারি'র ফাঁদে পড়ে প্রচুর টাকা খুইয়েছেন অনেকে। প্রতারকরা যাঁদের নিশানা করছে, তাঁদের বড় অংশই বয়স্ক অথবা স্মার্টফোন এবং সাইবার দুনিয়া সম্পর্কে অতটা অবহিত নন। গাজিয়াবাদের অর্চনা খেরও তেমনই এক জন। বৈশালীতে থাকেন ওই মহিলা। কিছু দিন হল শিক্ষকতার চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। গত ১ এপ্রিল তিনি সাইবার প্রতারকদের খপ্পরে পড়েন। শেষমেশ তাঁকে 'উদ্ধারে' এগিয়ে এসেছে পুলিশ।

ঝাড়খণ্ডের লাতেহারে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার গাড়ি, ড্রিলিং মেশিনে আগুন ধরিয়ে দেয় মাওবাদীরা। রবিবার। —পিটিআই

'কালাজাদু'র অভিযোগ

পাক-বধূ সীমার বাড়িতে যুবককে ঘিরে চাঞ্চল্য!

লখনউ : তাঁর উপর 'কালো জাদু' করেছেন পাক বধূ সীমা হায়দর। এই অভিযোগ তুলে সুদূর গুজরাত থেকে দিল্লি হয়ে উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় হাজির হলেন এক যুবক। শুধু হাজির হওয়াই নয়, নয়ডায় নেমে সোজা সীমার বাড়িতে হাজির হন তিনি। অভিযোগ, জোর করে ঢুকেও পড়েন ওই যুবক।

আর এই ঘটনায় হুলস্থুল পড়ে যায়। স্থানীয়েরাই যুবককে ধরে ফেলেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশেও। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, অভিযুক্তের নাম তেজস। তিনি গুজরাতের সুরেন্দ্র নগরের বাসিন্দা। শনিবার সন্ধ্যা ৭টা নগাদ সীমার বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলেন যুবক। পুলিশের সন্দেহ, যুবক মানসিক ভারসাম্যহীন। জেরায় ওই যুবক দাবি করেছেন, সীমা তাঁর উপর 'কালো জাদু' করেছেন। আর সেই টানেই তিনি সীমার কাছে এসেছেন।

রাবুপুরা কোতওয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুজিত উপাধ্যায় জানিয়েছেন, অভিযুক্ত যুবক গুজরাত থেকে ট্রেনে দিল্লিতে পৌঁছোন। তার পর সেখান থেকে বাসে করে নয়ডায় আসেন। তাঁর মোবাইলে সীমার ছবিও উদ্ধার হয়েছে। অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশের জেকোবাবাদের বধূ সীমা। ২০২৩ সালে প্রেমের টানে সীমান্ত পেরিয়ে উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় চলে আসেন। বিয়ে করেন সচিন মীনা নামে যুবককে। পাক বধূ সীমার পালিয়ে আসার ঘটনা শোরগোল ফেলে দিয়েছিল গোটা দেশে।

পাঁ জি দে খে পা বা ড়া ন

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত : সোমবার ২১ বৈশাখ ৫ মে। তিথি (বৈশাখ শুক্লপক্ষ) অষ্টমী দং ৬/১৫ দিবা ঘ ৭/৩৬। অশ্লেষানক্ষত্র দং ২২/১৮ দিবা ঘ ২/০১। বৃদ্ধিযোগ দং ৪৮/০৫ রাত্রি ঘ ১২/২০। ববকরণ দিবা ঘ ৭/৩৬ পরে বালব রাত্রি ঘ ৮/০২। সূর্যোদয় : ঘ ৫/৫/৩৬। সূর্যাস্ত: ঘ ৬/১/২। **গুপ্ত প্রেশ :** সোমবার ২১ বৈশাখ ৫ মে। অষ্টমী ঘ ১১/৫৮/২। অশ্লেষানক্ষত্র অপরাহ্ণ ঘ ৬/৮/৩৬। গণ্ডযোগ প্রাতঃ ঘ ৫/৬/৪৮। ববকরণ ঘ ১১/৫৮/২ থেকে বালবকরণ রাত্রি ঘ ১২/২/২৪ থেকে কৌলবকরণ। বারবেলা : ঘ২/৪৭/৭ থেকে ৪/২৪/৯ সেঃমধ্যে। শুভকর্ম - বিক্রয়বাণিজ্য। ইসলামি পঞ্জিকা : মুং ৬ জেহ্কদ।

শব্দমালা

পাশাপাশি
১) কড়াকড়ি নিয়মের অভাব
৫) আধহাত পরিমাণ
৬) চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে বিলে কাটা
৮) বড় মাদুর
১০) রাক্ষস; নানা বর্ণযুক্ত
১১) অধঃপাত
১২) '—, তার আর পর নেই'
১৪) স্ত্রী ভূত
১৬) 'অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় —'
১৭) 'তোমার ছুটিকে যে যোগায় জানিনে তার —'
১৯) পাক করা
২১) দ্বাদশীর প্রথম পাদযুক্ত একাদশীর দিন

উপরনিচ
১) পাপ
২) সংখ্যাহীন
৩) লাইন করে পরপর দাঁড়ানো
৪) পদ্মের ডাঁটা
৫) কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে যা বিচার্য
৭) নিরতিশয়, অত্যধিক
৯) চারতোলা পরিমাণ
১২) প্রবাদের তিন সর্বনাশা খেলার একটি
১৩) হাস্য-কৌতুক, 'আমোদ-প্রমোদ'
১৫) সবলেরা এদের উপর অত্যাচার করে
১৮) '— খানি ভাসিয়ে দিলাম এই কূলে'
২০) 'এত — আর এতগান'

১১,৭৮৭ শ্যামাপ্রসাদ দাশ

সমাধান : শব্দমালা ১১,৭৮৬

	টি	কি	র	দে	খা	নে	ই
	কা		ং			ক	ন্দু
তা	রা		কা	ন	কা	টা	
রি		আ	না		পা	ই	ন
খ	চি	ত		র	স		ক্ষ
	ত্র	প	মা	ণা		গো	ত্র
সা	গু			ঙ্গ		ক	
ত	প্ত	কা	ঞ্চ	ন	ব	র্ণ	

শ্রেণিবদ্ধ

নামপদবি পরিবর্তন

I, ALIYA BIBI, (old name), W/o HARA Sk, Residing at BAGANEPARA, Katwa, P.O & P.S. Katwa, Dist. Purba Bardhaman, Pin 713130, Do hereby declare that, I have changed my name ALIYA BIBI (old name) to ALEYA KHATUN (New/correct name) in all purpose, vide affidavit No. 5779/2025 sworn before the Notary public at Katwa, (place) on dated 30.4.25. ALEYA KHATUN, (New/correct name) and ALIYA BIBI (old name) both are same and one identical person. 55/1

I Rizia BIBI, (old name) W/O Md Monowar Hossain, Residing at BAGANEPARA Katwa, P.O. & P.S. Katwa, Dist. Purba Bardhaman, Pin 713130, do hereby declare that, I have changed my name RIZIA BIBI (old name) to RIJIA BIBI (new/correct name) vide affidavit 5778/2025, sworn before Notary public at Katwa (Place) on dated 30.4.25. Rijia Bibi (new/correct name) and RIZIA BIBI (old name) both are same and one identical person. 55/2

I, Mohammad Monowar Hossain (old name) S/O Hara Sk, residing at Katwa BAGANEPARA, P.O. & P.S. Katwa, Dist. Purba Bardhaman, Pin 713130, do hereby declare that I have changed my name from Mohammad Monowar Hossain (old name) to Md Monowar Hossain, (New/correct name) in all purpose, vide affidavit No. 5780/2025, sworn before the Notary public at Katwa (place) on Dated 30.4.2025, Md Monowar Hossain (New/correct name) and Mohammad Monowar Hossain (old name), both are same and one identical person. 55/3

আমি Sk. Sartaj Anwar, S/o- Sk. Nejamuddin Ali, গ্রাম- গোবিন্দনগর, পোষ্ট- গোলঘাট, থানা- পাঁশকুড়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর। আমার Land Record এ আমার নাম Sk. Sartaj Anuwar আছে। গত ২৮.১০.২০২৪ তারিখে the court 1st class Judicial Magistrate at Alipore-এর এফিডেভিট বলে Sk. Sartaj Anwar ও Sk. Sartaj Anuwar S/o - Sk. Nejamuddin Ali একই ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। 55/4

আমি Sk. Sahid Anwar, S/o- Sk. Nejamuddin Ali, গ্রাম- গোবিন্দনগর, পোষ্ট- গোলঘাট, থানা- পাঁশকুড়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর । আমার নাম Land Record এ Sk. Sahit Anuwar, S/o- Sk. Nejamuddin আছে। গত ২৮.১০.২০২৪ তারিখে the court 1st class Judicial Magistrate at Alipur এর এফিডেভিট বলে Sk. Sahid Anwar, S/o- Sk. Nejamuddin Ali ও Sk. Sahit Anuwar, S/o- Sk. Nejamuddin একই ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। 55/5

আমি Chattar Gazi, বসিরহাট পৌরসভা প্রদত্ত পুত্র Sahim Gazi-র জন্ম সার্টিফিকেটে (রেজিঃ নং. 2109, রেজিঃ তাং 25.5.06) আমার নাম Satter Gazi হওয়ায়) 23.4.25 তারিখে বসিরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিট করে ছাত্তার গাজী বা সাত্তার গাজী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হয়েছি। 55/7

অদ্য আমি Nasira Khatun, D/o- Sk Golam Kibria বর্তমান সাকিম- Nerodighi-Rayan, P.S.- Burdwan, Dist.- Purba Bardhaman, ইং- 06.03.2025 তারিখে Ex. Magistrate হইতে 8991 No. Affidavit দ্বারা প্রচার স্বীকার করিতেছি যে অদ্য হইতে সমাজের সর্বত্র ও আমার সকল Documents-এ আমি Mousumi Mondal, D/o- Nayan Mondal নামে পরিচিত হইলাম এবং আমার সঠিক D.O.B.- 08.04.1994. 55/8

আমি Sk. Siraj Anwar, S/o- Sk. Nejamuddin Ali, গ্রাম- গোবিন্দনগর, পোষ্ট - গোলঘাট, থানা- পাঁশকুড়া, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর । আমার Land Record এ আমার নাম Sk. Siraj Anuwar, S/o - Nejamuddin আছে। গত ২৮.১০.২০২৪ তারিখে the court 1st class Judicial M agistrate at Alipore এর এফিডেভিট বলে Sk. Siraj Anwar S/o- Sk. Nejamuddin Ali ও Sk. Siraj Anuwar S/o - Nejamuddin ও Sk. Siraj Anuwar S/o - Sk. Nejamuddin একই ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। 55/10

যে কোনও
ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন
দেওয়ার সুযোগ নিন
৫৬০ টাকার বিনিময়ে ৩ টি বিজ্ঞাপন
পাত্র পাত্রী বিজ্ঞাপন
দেওয়ার সুযোগ নিন
১৮০ টাকার বিনিময়ে ৩ টি বিজ্ঞাপন
সাধারন বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞাপন
দেওয়ার সুযোগ নিন
১২০ টাকার বিনিময়ে
নামপদবী পরিবর্তন বিজ্ঞাপন
দেওয়ার সুযোগ নিন
১২০ টাকার বিনিময়ে
বিশদ জানতে
৯১৬৩১১১১১১
ফোনে ফোনে বিজ্ঞাপন
9163111111

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা
মোকাম আলিপুরের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং. ৩২/২০২৪ (সাকসেশান)
শ্রী পীযুষ কান্তি মন্ডল
পিতা- মৃত বিশ্বনাথ মন্ডল
সাং- রাজপাড়া, দৌলতপুর
বিবেকানন্দ পল্লী, মহেশতলা (এম)
জেলা- ২৪ পরগনা দক্ষিণ
কলকাতা- ৭০০১৩৯ ...দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী তাহার পিতা- মৃত বিশ্বনাথ মন্ডল, সাং- রাজপাড়া, দৌলতপুর, বিবেকানন্দপল্লী, মহেশতলা (এম), জেলা ২৪ পরগনা দক্ষিণ, কলকাতা- ৭০০১৩৯- তে বসবাস করিত। উক্ত মৃত ব্যক্তির এল.আই.সি পলিসি, যাহার নং. জে.ডি.এস ৪১০৬৪২৫২০-এর প্রাপ্ত যাহার মূল্য ১,৩১,৯৯৫.৬০ টাকা পাইবার জন্য উপরোক্ত আদালতে সাকসেশান সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। ইহাতে যদি কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা আইনজীবী মারফৎ আপত্তি জানাইবেন, নচেৎ মোকর্দ্দমাটি একতরফা শুনানী হইয়া যাইবে।
অনুমত্যানুসারে
সুশান্ত সাহা, সেরেস্তাদার
আলিপুরের ডিস্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত
দক্ষিণ ২৪ পরগনা
55/14

জেলা- পূর্ব বর্ধমান, মাননীয় কালনার সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন